বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 13, Issue 02, 2022

"পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা কর্মশালা- ২০২২ অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ "পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা কর্মশালা- ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ ইয়ামিন চৌধুরী, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব এস এম ফেরদৌস আলম, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর । উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. সাজেদুল করিম সরকার, প্রকল্প পরিচালক "পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প" এবং দপ্তর প্রধান, পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার, বিএলআরআই। এ সময় তিনি পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের বিষয়ে তাগিদ দেন।

মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের ইনসেপশন কর্মশালা-২০২২ অনুষ্ঠিত

২৪ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ চলমান মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের ইনসেপশন কর্মশালা- ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোঃ ইয়ামিন চৌধুরী। এছাড়াও কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এস এম ফেরদৌস আলম এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা। আর অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

ইনসেপশন কর্মশালায় বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌতম কুমার দেব প্রকল্পের বিস্তারিত তুলে ধরেন । এ সময় তিনি বলেন, মহিষের জাত উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রকল্পটি বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে দেশী নদীর মহিষের দুধ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ; দেশে উৎপাদিত সংকর (মুররাহxদেশী) জাতের মহিষের প্রথম প্রজন্মের উৎপাদনশীলতা যাচাই এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন; দেশীয় আবহাওয়ায় অভিযোজনের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ মুররাহ জাতের মহিষের সিলেকটিভ ব্রিডিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রথম প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন; দেশী মহিষের নিউক্লিয়াস হার্ডে গড় ল্যাকটেশন দুধ উৎপাদন ৭০০ থেকে ৮০০ কেজিতে উন্নীত করা; খামারি পর্যায়ে গড় ল্যাকটেশন দুধ উৎপাদন ৬০০ থেকে ৭০০ কেজিতে উন্নীত করা; বিশুদ্ধ মুররাহ মহিষের হার্ডে গড় ল্যাকটেশন দুধ উৎপাদন ১৪০০ থেকে ১৫০০ কেজিতে উন্নীত করা; লাভজনক মহিষ পালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও খামারি পর্যায়ে অভিযোজন ইত্যাদি।

এসময় উপস্থিত অতিথি ও বক্তাগণ দেশে ক্রমবর্ধমান হারে মহিষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং দেশের দুধের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে মহিষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মহিষ পালনের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রম চালানোর গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

বিএলআরআই এএমআর ল্যাবের এএমআর রেফারেন্স ল্যাবের স্বীকৃতি লাভ

দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান সাভারের বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএলআরআই) অবস্থিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) গবেষণাগারকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স গবেষণা সংক্রান্ত রেফারেন্স ল্যাবরেটরি তথা এএমআর রেফারেন্স ল্যাবরেটরি (রিসার্চ) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। গত ০৮ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৫.০২২.২০.২৬২ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এই স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, "এই ধরনের স্বীকৃতি পাওয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার। এজন্য আমি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সম্মানিত সচিব মহোদয়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা সকলেই জানি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বাংলাদেশসহ সকল উন্নয়নশীল দেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে যদি এই মুহূর্তে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে ৩০০ মিলিয়ন মানুষ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স'র কারণে মৃত্যুবরণ করবে। অনাগত এই ঝুঁকি রুখতে বিশ্বব্যাপী গবেষকরা কাজ করে চলেছেন, আর এএমআর সংক্রান্ত 'ওয়ান হেলথ গ্লোবাল লিডার্স' গ্রুপের কো-চেয়ার হিসেবে এর নেতৃত্ব প্রদান করছেন স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এএমআর প্রতিরোধে কার্যকরভাবে লড়াইয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অ্যাকশন প্ল্যান ঘোষণা করেছেন বিএলআরআই'র ল্যাবটি একটি রেফারেন্স ল্যাব হিসেবে সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং আমেরিকা সরকারের রোগতত্ত্ব ও রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের (সিডিসি) এর যৌথ অর্থায়নে "বাংলাদেশে Global Health Security Agenda (GHSA) এর লক্ষ্য অর্জনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং জুনোসিস প্রতিরোধ প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০১৭ সাল হতে বিএলআরআই কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অর্থায়নে ২০১৯ সালে বিএলআরআই-এ গড়ে তোলা হয় আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের বায়োসেফটি লেভেল-২ (বিএসএল-২) মানের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট (এএমআর) গবেষণাগার। ইতোমধ্যেই গবেষণাগারটিকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স অ্যাকশন সেন্টার (এআরএসি) নামকরণ করা হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য

ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এম পি গবেষণাগারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক মানের এই গবেষণাগারটিতে স্বয়ংক্রিয় এইচভিএসি, পাওয়ার ব্যাকআপ এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমসহ চারটি পৃথক পৃথক ইউনিট যেমন মিডিয়া প্রস্তুত (৩০ পিএসআই পজিটিভ চাপ), নমুনা প্রসেসিং (২০ পিএসআই নেগেটিভ চাপ), ইনোকুলেশন এবং এএসটি (৩০ পিএসআই নেগেটিভ চাপ) রয়েছে। এছাড়াও গবেষণাগারটিতে রয়েছে ভিটেক-২, স্বয়ংক্রিয় কলোনী কাউন্টার এবং জোন অব ইনহিবিশন রিডার, স্বয়ংক্রিয় ডাইলুটার এবং পেটার, স্বয়ংক্রিয় মিডিয়া ডিসপেন্সারসহ অন্যান্য আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিএলআরআই'র অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স গবেষণাগারটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাণী ও পোল্ট্রি ফুড ভ্যালু চেইন এবং পরিবেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স'র উৎস এবং বিস্তারের কারণ; বিস্তার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এপিডেমিওলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকদের একই ছাদের নিচে একীভূত করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মোকাবেলায় "ওয়ান হেলথ" নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স গবেষণাগার থেকে প্রাণী ও প্রাণিজাত এবং পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত খাবার থেকে জীবাণু শনাক্তকরণ, অ্যান্টিবায়োটিকের সংবেদনশীলতা পরীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা পরামর্শ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প-কারখানা, সাধারণ খামারি, তরুণ উদ্যোক্তা, এনজিওসহ সকল প্রতিষ্ঠান উক্ত গবেষণাগারের সেবা নিতে পারেন।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান পরিদর্শন

গত ১৩.০৫.২০২২ খ্রি: তারিখে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এ সময় তিনি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং পরে পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মডেল ব্রয়লার খামারিদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খামারিদের ব্রয়লার পালন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামার পরিদর্শন করে সার্বিক কার্যাবলিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অফিস ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার, প্রকল্প পরিচালক, পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প ড. ছাদেক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প এবং জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা", শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাঙ্গা, ফরিদপুরে, "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা", শীর্ষক তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এস. এম. জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বিএলআরআই; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ছাদেক আহমেদ, প্রকল্প

পরিচালক, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প, বিএলআরআই ড. মো. শাহীন আলম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকতা,বিএলআরআই ; মো. ওবায়দুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই। ২য় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. হাবিবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই; মো. মাহমুদুল ইসলাম পাশা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, ৩য় ও সমাপনী দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. নাসরিন সুলতানা, পরিচালক (গবেষণা), বিএলআরআই, ড. রেজিয়া খাতুন, বিভাগীয় প্রধান, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন, বিএলআরআই, ডা. নুরুল্লাহ, মো. আহসান, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ফরিদপুর। অনুষ্ঠানে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ডা. সাইদুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাংগা, ফরিদপুর। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীদের স্বাবলম্বীকরণের লক্ষ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের গুরুত্ব ও ছাগল পালন ব্যবস্থাপনার উপর বিজ্ঞ প্রশিক্ষকেরা গুরুত্বারোপ করেন। এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও বেকারত্ব দূরীকরণে ছাগল পালন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একান্ত অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেন। সর্বোপরি অতিথিদের আগমনের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও তথ্যবহুল একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ

গত ২৪ জুন বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র যশোর এ অনুষ্ঠিত হয় "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক তিন দিনের খামারি প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুবোল বোস মনি অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ড.অমিতাভ চক্রবর্ত্তী উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ মাসুদ রানা, স্টেশন ইনচার্জ, বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের আয়োজনে তিন দিন ব্যাপী খামারি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

লাভজনক দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনায় "বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার" মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

মোঃ ফয়জুল হোসাইন মিরাজ

বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নত দেশে পদার্পণের এই অগ্রযাত্রায় মানুষের নিরাপদ আমিষ গ্রহণের চাহিদা বেড়ে যাবে বহু গুণ। এই লক্ষ্য পূরণে গৃহীত কার্যপদ্ধতির আলোকে বিদ্যমান গতানুগতিক খামার ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন করে ডিজিটাল ও প্রযুক্তি নির্ভর খামার ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। একটি দুগ্ধ খামার লাভবান হওয়ার মূলনীতি হচ্ছে বছরে একটি গাভী থেকে একটি বাচ্চা উৎপাদন। কিন্তু অধিকাংশ সময় খামারিগণ গাভীর গরম হওয়া, প্রেগনেন্সি ডায়াগনোসিস, বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর সময় ও গাভীর বাচ্চা প্রদানের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারেন না। ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রজনন করতে না পারার কারণে বছরে একটি গাভী থেকে একটি বাচ্চা পাওয়ার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না, যা খামারের কম বাচ্চা উৎপাদন ও খামারির আর্থিক লোকসানের অন্যতম কারণ। এছাড়াও নির্ধারিত সময়ে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান এবং খামারে নির্দিষ্ট প্রাণীর উৎপাদিত দুধের সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে খামারের লাভ ক্ষতির হিসাব ব্যবস্থাপনা সঠিক হয় না। অধিকন্তু, বর্তমানে দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা একটি লাভজনক ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে রূপান্তরিত হয়েছে ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে খামারি/উদ্যোক্তাগণ নিয়মিত খামার পরিদর্শন করতে না পারার কারণে তাদের খামারের প্রজনন ব্যবস্থাপনা সঠিক হয় না, যা তাদের খামারে লোকসানের অন্যতম কারণ।

বিদ্যমান এই সকল সমস্যা সমাধান করে খামারে সঠিক প্রজনন ও তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফয়জুল হোসাইন মিরাজ, "বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার" নামে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবন করেছেন, যা ব্যবহার করে একজন দুগ্ধ খামারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাভীর গরম হওয়া, প্রেগনেন্সি ডায়াগনোসিস, বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর তারিখ ও গাভীর বাচ্চা প্রদানের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে মোবাইলে পূর্ব হতেই অবহিত হতে পারবেন। এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে খামারিরা খুব সহজেই তার খামারের

উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সম্পর্কিত সকল তথ্য মোবাইলে সংরক্ষণ করতে পারবেন, যা তাদের খামারের প্রাণীর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে সেই অনুযায়ী প্রাণী বাছাই ও ছাঁটাই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার মোবাইল অ্যাপস পরিচিতি

বিএলআরআই ইনোভেশন টিমের প্রতিনিধি দলের পাইলটিং কার্যক্রম পরিদর্শন

পাইলটিং কার্যক্রমঃ

এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি উদ্ভাবনের পর খামারি পর্যায়ে এর উপযোগিতা যাচাই করার জন্য বিএলআরআই গবেষণা খামার ও সাভারস্থ পাথালিয়া ডেইরি খামারে প্রাথমিকভাবে পাইলটিং করা হয়। অ্যাপসের পাইলটিং কার্যক্রম সরেজমিনে মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিগত ৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন কর্মকর্তাসহ ইনোভেশন টিমের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত প্রনিনিধি দল সাভারস্থ পাথালিয়া ইউনিয়নের পাথালিয়া ডেইরি খামার পরিদর্শন করেন। এসময় প্রতিনিধি দল অ্যাপসের উপযোগিতা, কার্যকারিতা, সুবিধা ও অসুবিধাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রাথমিকভাবে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটির অফলাইন ভার্সন তৈরি করা হয় এবং এর উপযোগিতা যাচাই শেষে খামারিদের চাহিদার আলোকে ২০২০-২১ অর্থ বছরে অ্যাপ্লিকেশনটির অনলাইন ভার্সন তৈরি করা হয় এবং গুগল প্লে স্টোরে BLRI Breeding Manager নামে বিনামূল্যে খামারিদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী এটি এক হাজার (১০০০) এর অধিক দেশী/বিদেশী খামারি ও উদ্যোক্তাগণ ডাউনলোড করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই অ্যাপসটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় নির্মিত। বর্তমানে এটি ব্যবহারকারীদের মন্তব্যভিত্তিক গুগল প্লে স্টোর রেটিং এ ৪.৪ (৫ এর মধ্যে) অবস্থান করছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত দেশ ও দেশের বাইরে থেকে ব্যবহারকারীগণ উদ্ভাবকের সাথে মোবাইল ও ইমেইল যোগে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও ধন্যবাদসূচক মন্তব্য প্রদান করছেন যা এই অ্যাপসটির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

"বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার" মোবাইল অ্যাপসের উপযোগিতাঃ

- দুগ্ধ খামারে অ্যাপসটি ব্যবহারের ফলে খামারিকে প্রজনন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিদিন খামার পরিদর্শন করতে হয় না। খামারের সকল তথ্য মোবাইলে থাকায় খামারি তার কর্মস্থলে থেকেই খামারের প্রজনন ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- অ্যাপসটি ব্যবহার করে খামারের সকল প্রাণীর ছবিযুক্ত ডিজিটাল বায়োডাটা তৈরি করা যায় এবং যে কোন সময় যে কোন প্রাণীর পারফরমেন্স অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। যা খামারের প্রাণী বাছাই ও ছাঁটাই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- নির্ধারিত সময়ে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদানের স্বংয়ক্রিয় এলার্ম প্রদানের মাধ্যমে খামারের প্রাণীর সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখে।
- অ্যাপসটি ব্যবহার করে খামারের প্রজনন ব্যবস্থাপনা করা হলে প্রত্যক্ষভাবে খরচ হ্রাস না পেলেও পরোক্ষভাবে এটি অধিক বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন নিশ্চিত করার মাধ্যমে লাভবান খামার গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে।

দুগ্ধ খামারে সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনার জন্য "বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার" মোবাইল অ্যাপস একটি বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ। যদিও দেশে ডেইরি খামারে স্বল্প পরিসরে বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভর প্রজনন ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি চালু হয়েছে, কিন্তু তা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে অধিকাংশ খামারির পক্ষে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য। অন্য দিকে অ্যাপসভিত্তিক প্রজনন ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি দেশে এটাই প্রথম, যা বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় নির্মিত হওয়ায় খামারিরা বিনামূল্যে অতি সহজেই এই অ্যাপস ব্যবহার করে লাভবান হবেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত খামারিবান্ধব "গ্রীনওয়ে বিজনেস" মোবাইল অ্যাপস এর ব্যবহার বিধি

ডাঃ সোনিয়া আক্তার

প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ পালনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাভজনক প্রাণী উৎপাদন অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যেমন, প্রাণিরোগ, ভ্যাকসিন, খাদ্য খরচ , প্রাণী উৎপাদন ও বিক্রি অন্যতম । খামারিরা প্রাণী বিক্রি করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং প্রাণীগুলো বিক্রি করে খামারিরা তেমন লাভবান হতে পারে না। যার অন্যতম কারণ হচ্ছে বাজার মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দালাল চক্র। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ "ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১" দ্বারা ফ্রন্টেড আইসিটি প্রচারে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালায়। ভিশনটি মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্ষমতায়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে আইসিটি-কে মূলধারায় প্রস্তাব করে, মোবাইলের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি, অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য সরকারি পরিষেবাগুলিকে ডিজিটালাইজ করে এবং ব্যবসায় আইসিটি একীভূত করে। ২০০৭ সাল থেকে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের

সাথে ভিশনটিকে একীভূত করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারিতে আইসিটি ব্যবহার করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষির মতো সামাজিক খাতে আইসিটির ব্যবহার বাড়ানো। আর এই জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট "গ্রীনওয়ে বিজনেস" নামে একটি অ্যাপস নিয়ে এসেছে, যা খামারিদের জন্য লাভজনক একটি অ্যাপস । এই অ্যাপস ব্যবহার করে খামারিরা অল্পসময়ে এবং কম খরচে তাদের পালন করা প্রাণীটি বিক্রি করে লাভবান হতে পারবে। এ অ্যাপস এর মাধ্যমে খামারিরা তাদের গৃহপালিত প্রাণীর জন্য ঘরে বসে খাদ্য কিনতে পারবে। এছাড়া দুধ, ডিম, মাংসও তারা ঘরে বসে বিক্রি করতে পারবে। যা খামারিদের সময় ও ভোগান্তি কমাতে বিশেষ অবদান রাখবে। তাই বলা যায় স্বল্প সময়ে বেশি আয় বিএলআরআই এর এই গ্রীনওয়ে বিজনেস অ্যাপস দ্বারা করা সম্ভব। এভাবে অ্যাপসটি দেশের খামারি তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ☆ নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও এর ব্যবহার
- ☆ হোলসেল সেন্টারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিত্যদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে ধারণা ও বিক্রি
- ☆ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও খামারিদের নিজেদের মধ্যে ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা

সুবিধা সমূহঃ

- ☆ গ্রীনওয়ে বিজনেস অ্যাপস একটি এ্যানড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। খামারিবান্ধব এই অ্যাপ্লিকেশনটি যে কোন এ্যানড্রয়েড মোবাইলে ব্যবহার করা যায়।
- ☆ গ্রীনওয়ে বিজনেস অ্যাপস এর মাধ্যমে খামারি তার বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণীটি অল্প সময়ে বিক্রি করতে পারে। তখন খামারি বেশি লাভবান হতে পারে।
- ☆ অ্যাপসটির মাধ্যমে খামারি তার নিজ বাড়ি বা খামার থেকে বিক্রির জন্য উপযোগী প্রাণী বিক্রি করতে পারে। এজন্য তাকে বাজারে যেতে হয় না। ফলে তার যাতায়াত খরচ হয় না।
- ☆ যেহেতু অ্যাপসটিতে প্রাণী খাদ্য নামে একটি অংশ রয়েছে সেখান থেকে খামারি ঘরে বসে প্রাণী খাদ্যও কিনতে পারে।
- ☆ আপসটি ব্যবহার করে খামারিরা অল্প সময়ে বেশি আয় করতে সক্ষম হবে।

ব্যবহার বিধিঃ

Add product অপশনে গিয়ে প্রথমে আপনার যে প্রাণীটি বিক্রি করবেন তার নাম নির্বাচন করুন। প্রাণীর গরু হলে গরুতে ক্লিক করুন, ছাগল হলে ছাগলে ক্লিক করুন, ভেড়া হলে ভেড়াতে ক্লিক করুন। এখন বিক্রি করার জন্য প্রাণীর প্রথমে জাত লিখুন,তারপর কালার বা রং লিখুন, প্রাণীর ওজন লিখুন, ওজন সাপেক্ষে প্রাণীর মূল্য লিখুন, আলোচনা সাপেক্ষে অপশনটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে রাখুন এবং পণ্যটির বিবরণ দিন। তারপর প্রাণীর ভালোভাবে একটি ছবি আপলোড করুন। আপলোড হলে পণ্যযোগ করুন এ ক্লিক করুন, আপনি যে প্রাণী বিক্রি করবেন তা যোগ হয়ে যাবে। সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এবার উৎপাদিত পণ্যবিক্রির ক্ষেত্রে প্রথমে পণ্যটির নাম নির্বাচন করতে হবে। পণ্যটি ডিম হলে ডিম এ ক্লিক করুন, তারপর ডিমের প্রকার, কালার, পণ্যটির পরিমাণ ও পণ্যটির মূল্য লিখুন, আলোচনা সাপেক্ষে টিক চিহ্ন দিন, পণ্যটির বিবরণ দিন, পণ্যটির একটি উপযুক্ত ছবি আপলোড করুন, পণ্য যোগ করুন এ ক্লিক করুন, আপনার পণ্যটি যোগ হয়ে যাবে। যা একটি লাভজনক প্রক্রিয়া।

গ্রীনওয়ে অ্যাপস ইনস্টল করার নিয়মঃ

প্রথমে Play store এ গিয়ে গ্রীনওয়ে বিজনেস/Greenway business লিখে সার্চ দিন এবং অ্যাপস ইনস্টল করুন, অ্যাপস ওপেন করুন ও Allow তে ক্লিক করুন এবং Permission আসলে ok লিখুন ।

অ্যাপসটি ব্যবহারের / চালু করার জন্য করণীয়ঃ

প্রথমে নিচে Account / Login এ ক্লিক করুন, প্রথমে রেজিস্ট্রেশন অপশন এ ক্লিক করুন, তারপর প্রথমে নিজের নাম লিখুন, দ্বিতীয়বার নিজের নাম / খামারের নাম লিখুন, তারপর মোবাইল নাম্বার দিন, তারপর নিচে মনে রাখার মত একটি পাসওয়ার্ড দিন, তারপর নিচে সাবমিট এ ক্লিক করুন, আপনার Account টি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, এখন লগইন অপশনটিতে ক্লিক করুন, প্রথমে মোবাইল নাম্বার দিন, তারপর নিচে পাসওয়ার্ড দিন।

পণ্য যোগ করার জন্য করনীয়ঃ

এখন একদম নিচে দেখবেন Add product লেখা আছে, এখানে ক্লিক করে আপনার বিক্রি করা পণ্যটির বিবরণ দিন, আপনার পণ্যটির তথ্য দিন, পণ্যটি গরু হলেঃ প্রথমে গরুতে ক্লিক করুন, তারপর গরুটির জাত লিখুন, তারপর গরুটির কালার / রং লিখুন, তারপর গরুটির ওজন লিখুন, তারপর ওজন সাপেক্ষে পণ্যটির দাম লিখুন, আলোচনা সাপেক্ষে টিক দিয়ে দিন, তারপর গরুটির ছবি তুলে আপলোড দিন, পণ্য যোগ করুন অপশনটিতে ক্লিক করুন, এখন আপনার পণ্যটি যোগ হয়েছে।

অ্যাপস এর সচিত্র ব্যবহার পদ্ধতিঃ

গ্রীনওয়ে মোবাইল অ্যাপসটি ব্যবহার করে খামারিরা ঘরে বসে অল্প সময়ে তাদের প্রাণী ও পোল্ট্রিগুলো বিক্রি করতে পারবে। এতে বাজারে প্রাণী নিয়ে যাওয়ার ভোগান্তি যেমন কমবে, তেমনি তাদের সময় ও খরচ উভয়টি বাঁচবে। অ্যাপসটি বাংলায় তৈরি করা হয়েছে যাতে করে খামারিরা সহজেই এটা ব্যবহার করতে পারে। খামারিরা অ্যাপসটি শুধু মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করে লগইন করতে পারবে। খামারিরা তাদের গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, মুরগি, হাঁস ও মাংস, দুধ, ডিম এর, সঠিক তথ্য দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় বিক্রয় যোগ্য পণ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং পণ্য এর ছবি যোগ করার মাধ্যমে অন্যান্য খামারি থেকে শুরু করে কসাই ও বাজারে বিক্রি করতে পারবে। তারা পণ্য গুলো বিভিন্ন পাইকারী বাজার ও সুপারশপে বিক্রি করতে পারবে।

অ্যাপস ইনস্টল এবং চাল করার জন্য করনীয়

(১) প্রথমে play store এ গিয়ে apps টি গ্রীনওয়ে বিজনেস greenway business নামে সার্চ দিন

(২) apps টি ইনস্টল হলে open এ ক্লিক করুন। অ্যাপস ওপেন হলে Allow তে ক্লিক করুন এবং Permission on আসলে ok করুন।

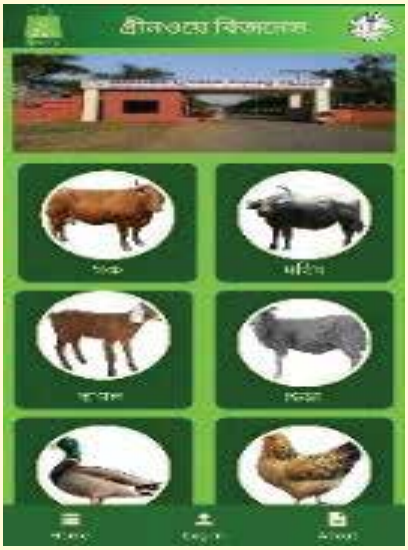

(৩) নিচে account লেখা অপশন এ গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করুন

(৪) রেজিস্ট্রার করুনঃ প্রথমে নাম, তারপর ফার্মের নাম, মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিন, তারপর আপনার ঠিকানা দিয়ে সাবমিট অপশনে ক্লিক করুন। তারপর রেজিস্ট্রার এ ক্লিক করুন।

(৫) অ্যাপটি চালু করার জন্য প্রথম মোবাইল নম্বর, তারপর পাসওয়ার্ড দিন। তারপর লগ ইন অপশনে ক্লিক করুন।

রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম

গরু/মহিষ/ ছাগল/ ভেড়া বিক্রির জন্য করনীয়
প্রাণী বিক্রির জন্য প্রথমে Add Product অপশনটিতে ক্লিক করে পণ্যের বিবরণ দিন। যেমনঃ প্রাণীটি গরু হলে প্রথমে গরুতে ক্লিক করুন, তারপর জাত, কালার, ওজন এবং মূল্য লিখুন। আলোচনা সাপেক্ষে টিক চিহ্ন দিন এবং নিচে পণ্যের বিবরণ দিন। পণ্যের ছবি যোগ করুন অপশন গিয়ে বিক্রি করার প্রাণীটির ভালো একটি ছবি তুলে আপলোড দিন। আপলোড হয়ে গেলে পণ্য যোগ করুন অপশনটিতে ক্লিক করুন।

মাংস বিক্রি মাংস বিক্রির জন্য প্রথমে মাংস লেখা অপশনটিতে ক্লিক করে, তারপর মাংসের ধরন, কালার, ওজন, মূল্য এবং আলোচনা সাপেক্ষে টিক চিহ্ন দিন, এবং নিচে পণ্যটির বিবরণ দিন।
(৬) দুধ বিক্রির জন্য প্রথমে দুধ লেখা অপশনটিতে ক্লিক করে, তারপর দুধের ধরন ওজন, মূল্য এবং আলোচনা সাপেক্ষে টিক চিহ্ন দিন, এবং নিচে পণ্যটির বিবরণ দিন
(৭) পণ্যের ছবি যোগ করার জন্য অপশনে গিয়ে বিক্রি করার পণ্যটির উপযুক্ত একটি ছবি তুলে আপলোড দিন।
আপলোড হয়ে গেলে পণ্য যোগ করুন অপশনটিতে ক্লিক করুন।

অ্যাপসটি ব্যবহারের সুবিধাঃ

অ্যাপসটি ব্যবহার করে খামারিরা খুব সহজে তাদের গৃহপালিত প্রাণীগুলো বিক্রি করতে পারে । এজন্য খামারিকে বাজারে আসতে হয় না অ্যাপসটিতে বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে বাড়ি থেকে খামারি তার প্রাণীটি বিক্রি করতে পারে। এতে করে খামারি বেশি লাভবান হতে পারে। খামারি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এজন্য বলা হয় অল্প সময়ে বেশি আয় গ্রীনওয়ে অ্যাপস শেখায়। বিএলআরআই গ্রীনওয়ে অ্যাপস এ বই অংশে খামারিদের জন্য তাদের পালিত প্রাণী বিক্রির করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোথায় এবং কিভাবে বিক্রি করবে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসার জন্য ও চিকিৎসক এর পরামর্শ সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে খামারিদের জন্য অল্প সময়ে বেশি আয় করার জন্য বিভিন্ন বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে খামারি তাদের প্রাণী ও পণ্যগুলো সহজে বিক্রি করে লাভবান হতে পারে। বিএলআরআই এর এই অ্যাপসটি খামারিদের খুব সহজে সফলতা আনয়ন করে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মতামত দিন

এই অপশনটি খামারিরা খামারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করতে পারবেন এবং খামারে উদ্ভূত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করতে পারবে ।

উৎস

এই মোবাইল অ্যাপসটি গুগল প্লেস্টোরে গ্রীনওয়ে বিজনেস/ Greenway business নামে পাওয়া যাবে।

উপসংহার

বাণিজ্যিকীকরণ এবং ডিজিটাইজেশন এখন বিশ্বকে বদলে দিতে পারে। ডিজিটালাইজেশন এখন প্রাণিসম্পদ সহ সকল সেক্টরের জন্য আরও শক্তিশালী হাতিয়ার। এই অ্যাপটি প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকদের প্রাণী ব্যবসাকে আরও ডিজিটালাইজড করতে সাহায্য করবে এবং এর ফলে কৃষকদের জন্য কিছু সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার তৈরি হবে এবং অন্যান্য কৃষকদের এই প্রযুক্তির সাথে অভিমুখী হতে এবং গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। এই অ্যাপসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে কারণ অ্যাপসটি ব্যবহার করে খামারি অল্প সময়ে বেশি লাভবান হতে পারবে। এতে করে খামারিদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে যা দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখবে। এই অ্যাপটির কাজ চলমান রয়েছে এবং খামারি পর্যায়ে এটির ব্যবহার ব্যাপকভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে স্মার্ট ফোনের ব্যবহারে এর ব্যাপক বিস্তার এই অ্যাপসটিকে খামারিদের কাছে অধিক জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপসটির ব্যবহার জনিত কোন সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবক পরিচিতি অপশনে প্রদত্ত উদ্ভাবকের স্বয়ংক্রিয় মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে।

উপদেষ্টা
ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. নাসরিন সুলতানা
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম